

285579 - মাহরাম সাব্যস্তকারী দুগ্ধপানরে শর্তাবলি

প্রশ্ন

আমার এক বছর তনি মাস বয়সী একটা ছেলে শিশু আছে। আমাদের সমাজে শিশু এক বছরে পা রাখলে তার জন্য যেকোনো খাবার খাওয়া স্বাভাবিক। দুধ পানরে পাশাপাশি অন্যান্য খাবারের উপর সতে নরিভর করে। আমার ছেলে এখন দুধরে উপর নরিভর করে না। কারণ সতে খাবারও খায়। কিছুদিন আগে আমার ভাইয়েরে একটা ময়ে হয়েছো। তার স্ত্রী আমার ছেলেকে ও নজিরে ময়েকে দুধ পান করাতে চায়; যাতে করে তারা দুধ ভাইবোন হতে পারে। কারণ আমার ছেলে বয়স এখনো দুই বছর হয়নি। কিন্তু আমি শুনছি বাচ্চার বয়স দুই বছরেরে কম হওয়া আবশ্যিক এবং তাকে পুরোপুরি দুধরে উপর নরিভরশীল হতে হবে। সতে অন্য কোনো খাবার খেতে পারবে না যাতে করে দুধ-ভাইয়েরে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে: “... এটি ছিল তার দুধ ছাড়ানোর পূর্ববে।” আমার ছেলে নিয়মতি দুধ পান করে না। কারণ এটি তার মূল খাদ্য না। এমনটা করা কি জায়েয? হাম্বলী মাযহাব অনুসারে এর শরয়ী বধিন কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দুগ্ধপানরে মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নমিনোকৃত শর্তাবলি পূর্ণ হওয়া আবশ্যিক:

প্রথম শর্ত: পাঁচ বা ততোধিক বার দুধ পান করাতে হবে। এর কম বারে হবে না। ইমাম আহমাদরে মাযহাব অনুসারে এটি সঠিক মত।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহু তাআলা বলেন: আবুল কাসমে রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘যে দুধ পান (ববৌহকি সম্পর্ক স্থাপন) হারাম করে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, সতে হচ্ছে পাঁচ ও ততোধিক বার দুধ পান করানো।’

এ প্রসঙ্গে দুটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথমত: মাহরাম সম্পর্ক স্থাপতি হয় পাঁচ ও ততোধিক বার দুধ পান করানোর মাধ্যমে। এটিই মাযহাবরে সঠিক মত।

আয়শো, ইবনে মাসউদ, ইবনু যুবাইর, ‘আত্বা ও ত্বাউস থেকে এই মতটি বর্ণিত হয়েছে। এটি শাফরীরও অভিমত। ... [আল-মুগনী (১১/৩১০) থেকে সমাপ্ত]

এর প্রমাণ হচ্ছে আয়শোর হাদীস, তিনি বলেন: “কুরআনে নাযলিকৃত আয়াতে এ বধিন ছিল যে, সুনরিদযিট দশবার দুধ পান

করলে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। তারপর সুন্নিদৃষ্টি পাঁচবার দুধ পান করার বধিান দ্বারা দশবার পান করার বধিান রহতি করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যান এবং ঐ বধিানটি কুরআন হিসাবে পড়া হতে থাকে।”[হাদীসটি মুসলিম (১৪৫২) বর্ণনা করেন]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘এর মান ‘পাঁচবার দুধ পান করানো’-এর রহতিকরণ (নাসখ) বশে বলিম্বে নাযলি হয়; এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যান অথচ কিছু লোক তখনও “পাঁচবার দুধ পান” এর আয়াত পড়ত এবং এটাকে কুরআন হিসাবে গণ্য করত; যহেতু অতি সম্প্রতি রহতি হওয়ার কারণে সংবাদটি তাদের কাছে পৌঁছানি। যখন রহতি হওয়ার বিষয়টি তারা জানতে পারে তখন তারা এ আয়াত পড়া থেকে ফরিয়ে আসে। তারপর সবার ইজমা সংঘটিত হয় যে এটি তলোওয়াতযোগ্য আয়াত নয়।

নাসখ বা রহতিকরণ তিন প্রকার। প্রথমটি হচ্ছে: যার বধিান ও তলোওয়াত উভয়টি রহতি হয়েছে। যমেন: দশ বার দুধ পানরে মাধ্যমে মাহরাম হওয়ার বধিান। দ্বিতীয়টি হচ্ছে: যার তলোওয়াত রহতি হলও বধিান রহতি হয়নি। যমেন: পাঁচবার দুধ পান। ... ‘[শারহু সহীহ মুসলিম (১০/২৯) থেকে সমাপ্ত]

একবার দুধ পান করানো বলতে বুঝাবে: শিশু এক বসাতে যতটুকু ইচ্ছা দুধ পান করে স্বচ্ছায় স্তন ছড়ে দেওয়া ও দুধ পান থামিয়ে দেওয়া।

ইবনুল কাইয়্যামি রাহিমাহুল্লাহু তাআলা বলেন:

‘যদি বলা হয়: একবার দুগ্ধপানকে আরেকবার দুগ্ধপান থেকে কভিবে আলাদা করা যাবে এবং এর সীমা কী?

তাহলে উত্তর হবে: رَضْعَة শব্দটি الرضاع শব্দমূল থেকে গৃহীত। নঃসন্দেহে এটি একবারের অর্থ দিয়ে। যমেনভাবে একবার প্রহার করাকে বলা হয়: ضربة এবং একবার বসাকে বলা হয়: جلسة এবং একবার খাওয়াকে বলা হয়: أكلَة যখন শিশু একবার স্তন মুখে নিয়ে স্তন চোষে তারপর কোনও প্রতবিন্দকতা ছাড়া নজি ইচ্ছায় স্তন ছড়ে দেয়, তাহলে সটে একবার দুধ পান বলে গণ্য হবে। কারণ শরীয়তে শর্তহীনভাবে একবারের উল্লেখ এসছে। আর শর্তহীন বিষয়কে প্রচলতি প্রথার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে হয়। প্রচলতি প্রথা এটাই। অন্যদিকে কোনও প্রতবিন্দকতা যমেন: নঃশ্বাস নয়ো বা সামান্য বশিরাম নয়ো বা মনোযোগ নষ্ট করে এমন কোনও প্রতবিন্দকতার কারণে যদি দুধ পান বরিত দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে আবার ফরিয়ে আসে, তাহলে সটে একবার দুধ পান বশে গণ্য হবে না। ঠিক যমেনভাবে কোনও ব্যক্তি একবার খেতে বসে কোনও কছির কারণে যদি খাওয়া থামিয়ে দ্রুতই ফরিয়ে আসে, তাহলে সটে দুইবার খাওয়া হবে না; বরং একবার খাওয়া হবে। ...

অন্যদিকে ইমাম আহমদরে মাযহাব হচ্ছে: মুগনী প্রণতো বলেন: ‘যদি স্বচ্ছায় স্পষ্টরূপে বরিত নিয়ে, তাহলে সটে একবার দুধ পান বলে গণ্য হবে। যদি আবার দুধ পান শুরু করে তাহলে সটে আরেকবার দুধ পান হিসাবে বিবেচিত হবে।

কিন্তু, যদি নিঃশ্বাস আটকে যাওয়া বা এক স্তন থেকে অন্য স্তনে মুখ পরিবর্তন করা বা মনোযোগ নষ্ট করে এমন কছির কারণে কথিবা দুগ্ধদাত্রী দুধ পান করানো থামিয়ে দেওয়ার কারণে সতে দুধ পান করা ছেড়ে দিয়ে, তাহলে আমরা দেখেব সতে যদি দ্রুত ফিরে না আসে তাহলে সটে একবার দুধ পান। আর যদি তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে তাহলে এই অবস্থার দুটি মত। একটি হচ্ছে: প্রথমটি একবার দুধ পান। আর ফিরে আসলে সটে আরেকবার দুধ পান। এটি আবু বকররে মত এবং হাম্বলরে বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমদরে বক্তব্য। তিনি বলেন: ‘তুমি কি দেখে না বাচ্চা যখন স্তন থেকে দুধ পান করে তখন তার নিঃশ্বাস আটকে গেলে সতে স্তন থেকে সরে গিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে বা বশিরাম নিয়ে আবার দুধ পান করে। এমনটি করলে সটে একবার দুধ পান।’

শাইখ (ইবনে কুদামা) বলেন: এর কারণ প্রথমটিতে যদি সতে ফিরে না আসত, তাহলেও একবার দুধ পান করেছে বলে গণ্য হত। তাই ফিরে এলেও একবার দুধ পান করেছে বলে গণ্য হবে। এর উদাহরণ হবে এমন শিশুর মত যে স্বচ্ছায় দুধ পান ছেড়েছিল। আর অন্য মত অনুসারে, এই পুরোটো মিলে একবার দুধ পান বলে গণ্য হবে।

আমি বলব: ইমাম আহমদরে বক্তব্য দুটি সম্ভাবনা রাখে। প্রথমটি হচ্ছে: শাইখরে উল্লিখিত বক্তব্য। তার বক্তব্য ‘সটে একবার দুধ পান’ বলে দ্বিতীয়বার দুধ পানকে বুঝানো। দ্বিতীয়টি হচ্ছে: উভয় বার মিলে একবার দুধ পান বলে গণ্য হবে। ফলে ‘সটে একবার দুধ পান’ এটি প্রথম বার ও দ্বিতীয় বার দুধ পানরে দিকে ইশারা করছে। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটিই বেশী যুক্তযুক্ত। কারণ তিনি নিঃশ্বাসরে জন্য বা বশিরামরে জন্য বরিত নিয়াকে একবার দুধ পান করার পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। আর এটি সুবাদিত যে, দ্বিতীয়টিকে আলাদা একবার দুধ পান হিসেবে গণ্য করার চয়ে দ্বিতীয়টির সাথে প্রথমটি মিলে একবার দুধপান হওয়া এই দলীল পেশরে সাথে যথোপযুক্ত। আপনি বিষয়টি ভবে দেখুন।”[যাদুল মা’আদ (৫/৫১১-৫১৩) থেকে সমাপ্ত]

আপনাদরে উচিত হচ্ছে মতভেদরে উর্ধ্বে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা। পাঁচটি পৃথক মজলসি দুধ পান করাবনে। প্রতিটি মজলসি অন্য মজলসি থেকে আলাদা হবে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহু তা’আলা বলেন: ‘কোন ধরণে দুধ পানরে মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হবে? এটি কি একবার দুধ চোষা? অর্থাৎ একটি শিশু যদি এক নিঃশ্বাসে পাঁচবার দুধ চোষে তাহলেই মাহরাম হয়ে যাবে? নাকি একবার দুধ পান দ্বারা বুঝাবে: শিশু স্তন মুখে নলি, তারপর ছেড়ে দিয়ে নিঃশ্বাস হল, আবার দুধ পান করল? নাকি একবার দুধপান এক বলোর খাবাররে মতো? অর্থাৎ প্রতিটি দুধ পান অন্যটি থেকে পৃথক হবে এবং একই স্থানে হবে না?’

এ প্রসঙ্গে আলমেদরে পূর্বোক্ত তিনটি মত রয়েছে। সর্বশেষে মতটি প্রধান্যপ্রাপ্ত। এটি আমাদের শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে সাদী রাহিমাহুল্লাহুর মত। এর যুক্তি হচ্ছে আমরা কোনও নারীর মাহরাম হওয়ার হুকুম কেবল এমন কোনও দলীলরে মাধ্যমে দাবি যে দলীলকে ভিন্ন কোনও ব্যাখ্যা করার অবকাশ নাই; ভিন্ন কোনও ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। এখানে তিনটি

মতরে মধ্য শষোক্ত মতটিনি কনো বখাখার সম্ভাবনা রাখে না। কারণ য়ে মতামতগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্য ংট সর্বাচ্চ। ং মতরে ভিত্তিতে কনো শশি যদি ংচারবার দুধ পান করে ংবং প্রতবার দুধ পানরে সময় পাঁচার করে নশ্বাস নেয়, তাহলে ংগ্রগণ্য মতানুসারে ংর দ্বারা মাহরাম সাব্যস্ত হবো না। মাহরাম হতে হলে প্রত্যকে বারে দুধ পান ংন্য বার থেকে প্র্থক হতে হবো।’[ংশ-শারহুল মুমতী (১২/১১৪) থেকে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় শর্ত:

দুধ পান হতে হবো শশির ংমন বয়সরে মধ্য য়ে বয়সে মাতৃদুগ্ধই শশির খাদ্য হিসেবে গণ্য। ংই সময়টা কু দুই বছর; নাকি দুধ ছাডানো পর্যন্ত? ং ব্যাপারে ংলমেদরে দুইটি মত রয়েছে। ংইমাম ংহমদরে মত হচ্চে সময়সীমা দুই বছর।

ংল্লাহ তাংলা বলেন:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

‘মায়রো তাদরে সন্তানদেরকে পুরো দুই বছর বুকে দুধ পান করাবে। ংটা তাদরে জন্ম, যারা দুধ পান করানোর ময়াদ পূর্ণ করতে চায়।’[সূরা বাকারা: ২৩৩]

কুরতুবী রাহমিহুল্লাহু তাংলা বলেন: ‘মালকে রাহমিহুল্লাহ, তার ংনুসারী ংবং ংকদল ংলমে ংই ংয়াত থেকে উদঘাটন করেন য়ে: রক্ত সম্পর্করে মত মাহরাম সাব্যস্তকারী দুগ্ধপান: দুই বছররে মধ্য হতে হবো। কারণ দুই বছর পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে দুধ পান করানো শষে হয়। ংরপররে কনো দুধ পান গ্রহণযোগ্য না। ... ংটি যুহরী, কাতাদাহ, শাবী, সুফইয়ান সাওরী, ংওয়াঈ, শাফয়ী, ংহমদ, ংসহাক, ংবু ংউসুফ, মুহাম্মাদ ং ংবু সাওররে মত।’[তাফসীরুল কুরতুবী (৪/১০৯) থেকে সমাপ্ত]

ংয়শো রাদয়ীল্লাহু ংনহা বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু ংলাইহি ংয়াসাল্লাম ংকবার তার ঘরে প্রবশে করে ংক লোককে দেখতে পলেনে। ংতে করে তার চহোরা পরবিত্তি হয়ে গেলে। তনি যনে সটে ংপছন্দ করলেনে। তখন ংয়শো রাদয়ীল্লাহু ংনহা বললেনে: ংনি ংমার (দুধ) ংই। তনি বললেনে: ‘তোমাদের ংই কারা সটে যাচাই করে দেখো। দুগ্ধপান হতে হবো ক্ধার কারণে।’[হাদীসটি বুখারী (৫১০২) ং মুসলমি (১৪৫৫) বর্ণনা করেন]

হাফযে ংবনে হাজার রাহমিহুল্লাহু তা’ংলা বলেন: ‘ংর্থ ংতোমা ংকটু যাচাই করে দেখো, সটো কশির্তে উত্তীর্ণ সঠিক দুধপান। তখা দুধ পানরে সময়সীমার দকি থেকে ং পরমাণরে দকি থেকে। কারণ দুধ পানজনতি বধিান তখনই প্রযোজ্য হবো যখন দুধপান করানো শর্ত মোতাবেক হবো।

‘ক্ধার কারণে’ কথাটির ংর্থ হচ্চে য়ে দুধ পানরে মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হয় ং নর্জনবাস বধে হয় সটে ংমন দুধপান যা

শিশুর ক্షুধা নবিরণ করে। কারণ সে সময় তার পাকস্থলী দুর্বল থাকে; শুধু দুধই তার জন্য যথেষ্ট। এই দুধের মাধ্যমে তার মাংস গড়ে ওঠে। ফলে সেই মাংস দুগ্ধদাত্রীর শরীরেই অংশ বলে গণ্য হয়। এভাবে সেই শিশু ঐ নারীর নজি সন্তানদরে সাথে মাহরাম হয়ে যায়।’[ফাতহুল বারী (৯/১৪৮) থেকে সমাপ্ত]

কুরতুবী রাহমিহুল্লাহু তা’আলা বলেন: ‘দুগ্ধপান হতে হব ক্షুধার কারণে’ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে একটি মূলনীতি প্রণয়ন। এ নীতিটি স্পষ্ট করে দেয় যে মাহরাম সাব্যস্তকরণে ববিচেয দুধ পান হচ্ছে এমন সময়ে দুধ পান যখন দুধ পান খাদ্যের বদলে যথেষ্ট। আর এটি দুই বছর বা দুই বছরের কাছাকাছি সময়ের মধ্যে হয়ে থাকে।’[আল-মুফহমি (৪/১৮৮) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিহুল্লাহু তা’আলা বলেন: ‘দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে: দুধপান এমন সময়ে হতে হব যখন শিশু দুধ পান করার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ শিশুর অবস্থা ববিচেনা করা হব; নাকি বাস্তবতা?

এ প্রসঙ্গে আলমেদরে দুইটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: অধিকাংশ শিশুর অবস্থা ববিচেনা করা হব। এর সময়সীমা দুই বছর। তাই দুই বছরের পরে কোনো দুগ্ধপান সংঘটিত হলে এর কোনো প্রভাব থাকবে না; চাই তখনও শিশুর দুধ ছাড়ানো হোক কিংবা না হোক। এর আগে যে দুধ পান করানো হব সেটোর মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হব; চাই তখন শিশুর দুধ ছাড়ানো হোক কিংবা না হোক।

এটি ইমাম আহমদরে মাযহাবে প্রসিদ্ধ মত। তারা নমিনোক্ত আয়াত দিয়ে দলীল দিয়েছেন:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“মায়রো তাদের সন্তানদেরকে পুরো দুই বছর বুরে দুধ পান করাবে। এটা তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর ময়োদ পূর্ণ করতে চায়।”

তাদের মতে: এই নির্ধারণ অন্য কোনো কিছু দিয়ে নির্ধারণ করার চয়ে যথাযথ। কারণ দুই বছর পরিমাণ সময়কে নিখুঁতভাবে হিসাব করা যায়। ... নঃসন্দহে এটি বিশেষ নিখুঁত।

কিন্তু এই মতের দুর্বল দিক হচ্ছে এই যে: দুধ ছাড়ানোর পর দুধ পান করানো শরীরের বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টিতে কোনো ভূমিকা রাখবে না। সুতরাং দুধ ছাড়ানোর পর একবছর আট মাসের শিশুকে দুধ পান করানো আর চার বছর বয়সের শিশুকে দুধ পান করানোর মাঝে কোনো পার্থক্য নহে। কারণ এই দুধ পান থেকে সে উপকৃত হব না, এর থেকে তার শারীরিক বৃদ্ধি ঘটবে না। এর সপক্ষে প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: দুধপান নহে; কেবল যা পাকস্থলীকে ভেদে (পূর্ণ) করে এবং দুধ ছাড়ানোর আগে হয়ে থাকে সেটা ছাড়া।” এখানে দুধপানের কোন প্রভাব না থাকার কারণে দুধপানকে



নাকচ করা হয়েছে; বাস্তবতাকে নাকচ করা নয়। কারণ দুধ ছাড়ানোর পরও দুধ পান করানো যেতে পারে। তাই হাদিসটির মর্ম হচ্ছে: প্রভাবক (হুকুমসাব্যস্তকারী) কোনো দুধপান নাই; কেবল যা পাকস্থলীকে পূর্ণ করে এবং দুধ ছাড়ানোর আগে হয়ে থাকে।

ভাবগত দিক থেকে এটাই অগ্রগণ্য। আর নরিভুলতার দিক থেকে অন্য মতটি অগ্রগণ্য। [আশ-শারহুল মুমতী (১২/১১৪-১১৫) থেকে সমাপ্ত]

এই দুই মতের যে কোনোটো অনুসারেই দুধ পান করানো আপনার সন্তানকে ক্ষতেরে প্রভাব ফেলেবে, এর মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হবে। কারণ আপনার ছেলের বয়স এখনো দুই বছরের কম। এখনো তার দুধ ছাড়ানো হয়নি। দুধ ছাড়ানোর অর্থ শিশুকে মায়ে দুধ পান করানো বন্ধ করে দ্যো যমেনটি আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (পৃ. ৬৯৫) গ্রন্থে এসেছে।

এর অর্থ এই না যে শিশুর খাদ্য কেবল মায়ে দুধ পানরে মাঝে সীমিত থাকবে। যতদনি শিশু দুধ পান করে যাচ্ছে এবং এটি পুরোপুরিভাবে তাকে দুধপান করানো বন্ধ করা হয়নি ততদনি দুধ পানরে মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হবে। এর সাথে অন্য খাবার গ্রহণ করা সটো দুধপানরে মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষতেরে নতেবাচক কোনো প্রভাব ফেলেবে না। কেননা এক বছর পরেয়ে যাওয়ার পর শিশুর ক্ষতেরে আলাদা খাবার গ্রহণ করা এটাই স্বাভাবিক ও জ্ঞাত বিষয়।

আর প্রশ্নে ইমাম আহমাদরে মাযহাব জানতে চাওয়া হচ্ছে তার মাযহাব মতে: এই বয়সে শর্তাবলমিনে দুধ পান করানো নঃসন্দেহে মাহরাম সাব্যস্তকারী।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।